

শিক্ষকদের সমস্যা

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে শিক্ষকের সমতুল্য অন্য কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। অথচ এ পেশায় নিয়োজিত বিশেষ করে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে সমাজও কাজক্ষিত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রথমতঃ সামাজিক মর্যাদা একজন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেন সমাজের অসহায় ব্যক্তি। সবাই তাঁকে করুণার চোখে মূল্যায়ন করেন। ফলে তাঁরা পেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। অথচ মানবিক কারণে শিক্ষার্থীদের

কথা ভেবে তারা এ পেশাকে না পারেন ছাড়তে, না পারেন কাড়তে। আপন মনে দগ্ধ হতে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক নিরাপত্তা— একজন আদর্শ শিক্ষক কখনোই বিলাসবহুল অট্টালিকা কামনা করেন না। তাঁরা চান খেয়ে-পরে সাবলীল জীবন আকড়ে থাকতে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা কাজক্ষিত আশা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তৃতীয়তঃ একজন শিক্ষক প্রকৃতির কারণে কিংবা দুর্ঘটনায় পতিত হলে পুনর্বাসনের সুযোগ তেমন পান না। ফলে দুঃখ-স্বরাকে নিয়তি ভেবে ধুকে ধুকে নিঃশেষ হন। চতুর্থতঃ চিন্তাবিনোদনের অভাব শিক্ষকরা যে আমাদের সমাজে আমাদেরই ভাই, বন্ধু, পিতা, তাঁদের যে চিন্তাবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা

আছে; তা অনেকক্ষেত্রেই স্বীকার করা হচ্ছে না। ফলে তাঁরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এমতাবস্থায় আমাদের সকলের উচিত জমতি গড়ার কারিগরদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা।

—মোঃ বাহেদ, মিয়া (বাসু)

বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

সারাদেশে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ভর্তির ব্যাপারে অভিভাবক মহলে তুমুল উত্তেজনা বা ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। সবাই চান তাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে। কিন্তু নানান কারণে তা সবার জন্য হয়ে ওঠে না। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে এডমিশন টেষ্টের নামে চড়া দামে যে ফরম বিক্রি হয় তা ব্যবসা বৈ কিছু নয়। আর এডমিশন

ফী সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। নামেমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এডমিশন বা ভর্তি ফী যদি হয় পঁচিশ/ত্রিশ টাকা, তবে উচ্চ বিদ্যালয়ে কত হতে পারে তা সচেতন নাগরিক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। এটা শিক্ষার নামে প্রহসন ছাড়া কি বলা যায়।

“শিক্ষা জন্মগত অধিকার”— শ্লোগানের এ-কি রূপ। এখন বলতে হচ্ছে, হয় শিক্ষা অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়।

সুতরাং বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ কতটুকু সজাগ তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পিত নীতিমালা থাকা অত্যাবশ্যক।

—আহমাদ আলী